সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০)

ভূমিকা

সিলেট শুধু একটি ঐতিহাসিক শহরই নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন এলাকার বৈশিষ্ট্য বহন করে। সিলেট শহর ও এর আশেপাশের ৮৫.১৮ ব: কি: (২১০৩৯ একর) এলাকা নিয়ে আলোচ্য পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা নিয়ে আলোচ্য পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ২৬.৫ ব: কি: এবং অবশিষ্ট ৫৮.৬৮ ব: কি: এলাকা সিটি কর্পোরেশন বর্হিভূত। সিলেট শহরের ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপ্রষ্ঠ থেকে +১.২৩৩ মি: থেকে +৪.২২১ মি: এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ এলাকা সুরমা নদীর সম্ভাব্য বিপদ সীমার চেয়ে উঁচু। সিলেটের সঙ্গে সমগ্র দেশের সড়ক, রেল ও বিমান পথে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যবসা বাণিজ্য, কল-কারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে শহর দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করছে। এই বৃদ্ধি ছিল অনেকটা অপরিকল্পিত। যত্রতত্র ভবন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কৃষি জমি, প্রাকৃতিক জলাধার সমূহ ভরাট হয়ে পড়ছিল। তাই প্রয়োজন ছিল একটি যুগোপযোগী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সিলেট শহরকে সুন্দর ও আধুনিক শহরে পরিণত করতে “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর সিলেট ডিভিশনাল টাউন” শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয় যা সমাপ্তির পর মাষ্টার প্ল্যানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ নভেম্বর ২০১১ তারিখে গেজেটভূক্ত করা হয় এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে বাস্তবায়নের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়।

মহাপরিকল্পনার দর্শন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পদ্ধতিগতভাবে স্থানীক বিন্যাস, আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন, পরিবেশের মান উন্নয়ন এবং আনন্দময় সামাজিক সেবা সংস্থানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে মহাপরিকল্পনার দর্শন নিহীত। এই মহাপরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিলেট শহরকে বাসযোগ্য একটি নগরে পরিণত করা যার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়ন প্রতিফলিত হবে। এই শহর হবে সিলেট অঞ্চলের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির প্রাণকেন্দ্র, যেখানে মানুষ বসবাসের জন্য আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধাদি বিদ্যমান থাকবে।

মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- শহরের বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন।
- দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও গোষ্ঠীগত চাহিদা পূরণ করতঃ তাদের জীবন মান উন্নয়ন করাসহ উন্নত পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, সড়ক অবকাঠামো, বাজার, বাস স্টেশন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অবকাশ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে নগরের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক নিষ্কাশন পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং টেকসই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারনের মাধ্যমে উন্নত জীবন যাত্রার জন্য অংশগ্রহণ ভিত্তিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বিধান।

মহাপরিকল্পনার স্তর: সিলেট মহাপরিকল্পানাকে ০৩ (তিন)টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে;

স্ট্রাকচার প্ল্যান (কাঠামোগত পরিকল্পনা)

২০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০৩০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক পলিসি/ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে সর্বমোট ১২টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে। ১২টি জোনের মধ্যে ৬টি জোন প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ৬টি আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকায় অবস্থিত।

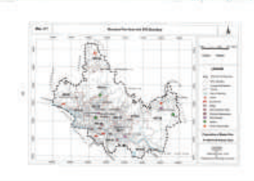

চিত্র: ১.১ স্ট্রাকচার প্ল্যান (কাঠামোগত পরিকল্পনা) ম্যাপ

আরবান এরিয়া প্ল্যান (নগর এলাকা পরিকল্পনা)

১০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০২০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে রূপরেখা প্রণয়ন এবং শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা/নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় সিলেট নগর এলাকাকে ০৩ টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে (মূল শহর এলাকা, বর্তমান নগর এলাকা ও ভবিষ্যতের নগর এলাকা) এবং প্রতিটি এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উন্নয়নের ধারা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে প্রতিটি ভাগকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে বলা হয়েছে Strategic Planning Zone (SPZ)। সর্বমোট ০৬টি Strategic Planning Zone (SPZ) আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় অবস্থিত।

চিত্র: ১.২ আরবান এরিয়া প্ল্যান ম্যাপ

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (বিশদ এলাকা পরিকল্পনা)

০৩ থেকে ০৫ মেয়াদী একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় যেসব এলাকা জরুরী ভিত্তিতে এ্যাকশন নেয়া প্রয়োজন সে সব এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্ল্যানটিকে বিস্তারিত প্ল্যান এজন্য বলা হয়, কারণ এই প্ল্যানে কি কি সুবিধাদি প্রদান করা হবে তা বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা থাকে যা বাস্তবায়নযোগ্য।

ক। টিলাগড়-সিলেট বাইপাস রোড (৮০ ফুট প্রশস্ত)

টিলাগড় থেকে সিলেট বাইপাস পর্যন্ত ৮০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

এই রাস্তা টিলাগড় ইউনিয়ন এবং খাদিমপাড়া ইউনিয়নকে যুক্ত করবে সেই সঙ্গে বহর, দেবপুর ও টিলাগড় প্রভৃতি এলাকায় যাতায়াত সহজতর করবে।

অবস্থান : টিলাগড়, দেবপুর ও বহর

আনুমানিক জমির পরিমাণ : ২৫.৩৭ একর বা ১০.২৭ হেক্টর

রাস্তার দৈর্ঘ্য : ৪.৮৫ কি: মি:

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	১৫২২.১৪	২৫০,০০০/কাঠা	৩৮০,৫৩৫,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	১০৯৫৯৪০.৮	২৫.০০/ব: ফুট.	২৭,৩৯৮,৫২০.০০
৩.	উভয় দিকে ফুটপাথ সহ ৮০ ফুট প্রশস্ত বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ	কি: মি:	৪.৮৫ কি:মি:	৯০,০০০০০/ কি:মি:	৪৩,৬৫০,০০০.০০
				মোট :	৪৫,১৫,৮৩,৫২০.০০

খ। শাহী ঈদগাহ-চৌকিদেখি রাস্তা (৬০ ফুট প্রশস্ত)

শাহী ঈদগাহ থেকে রাস্তাটি-চৌকিদেখিতে এয়ারপোর্ট রোডের সঙ্গে মিলিত হবে। ৬০ ফুট প্রশস্ত এই রাস্তাটি আম্বরখানা পয়েন্টে যানজট হ্রাস করবে এবং আশে পাশের এলাকায় যাতায়াত সহজ করবে। অত্র এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনুরোধে এই রাস্তা প্রস্তাব করা হয়েছে।

অবস্থান : শাহী ঈদগাহ, চৌকিদেখি

আনুমানিক জমির পরিমাণ : ৫.১৯ একর বা ২.১০ হেক্টর

রাস্তার দৈর্ঘ্য : ১.৩ কি: মি:

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৩১১.৪০	২৫০,০০০/কাঠা	৭৭,৮৫০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	২২৪২০৮	২৫.০০/ব: ফুট.	৫,৬০৫,২০০.০০
৩.	উভয় দিকে ফুটপাথ সহ ৮০ ফুট প্রশস্ত বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ	কি: মি:	১.১৩	৯০,০০০০০/ কি:মি:	১০,১৭০,০০০.০০
				মোট :	**৯৩,৬২৫,২০০.০০**

গ। সেন্ট্রাল জেলখানার খালি জায়গায় বিনোদন পার্ক নির্মাণ

আলোচ্য পরিকল্পনায় শহরের বর্তমান সেন্ট্রাল জেলকে স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানান্তরের পর খালি জায়গায় একটি বিনোদন পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানটি ধোপাদীঘির পাড়ে এবং আনুমানিক ভূমির পরিমাণ ৯.২৮ একর। স্থানটিতে বৃক্ষরাজি দিয়ে একটি মনোরম ল্যান্ডস্কেপ তৈরী করা হবে। একটি জলাশয় থাকবে এবং তার ধার ঘেসে পায়ে চলা পাকা পথ লুপ আকারে সমগ্র বিনোদন এলাকাকে যুক্ত করবে। কয়েকটি পয়েন্টে পথটি কাছাকাছি রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হবে। কিছু দূর পর পর দৃষ্টিনন্দন বাগান থাকবে। গ্রানাইট, রট আয়রন এবং কংক্রিটের তৈরী বসার উঁচু আসন থাকবে যাতে ওখানে বসে দর্শনার্থীরা বাগানের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন। সমগ্র এলাকাকে আলো দিয়ে এমন ভাবে সজ্জিত করা হবে যেন সূর্যাস্তের পর স্থানটি একটি স্বপ্নলোকে পরিণত হয়। এই বিনোদন পার্কে ছোট আকারে একটি চিড়িয়াখানাও থাকবে, কারণ সিলেটে কোন চিড়িয়াখানা নেই। চিত্র-১.৩ এ বিনোদন পার্কের একটি নমুনা নক্সা দেখানো হলো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ঘনবসতিপূর্ণ নগর এলাকায় দৃষ্টি নন্দন নৈসর্গিক উন্মুক্ত স্থান তৈরী করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ফিজিবল হবে, কারণ এটি একটি স্বল্প বাজেটের প্রকল্প। অধিকন্তু সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে এর প্রয়োজন ব্যাপক। এর কারিগরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোন সমস্যা নেই, শুধু ভূমি হস্তান্তর ছাড়া।

ইমপ্যাক্ট যাচাই
অর্থনৈতিক ইমপ্যাক্ট

- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করবে।
- ভূমির মূল্য বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাবে।
- সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় কমিউনিটির সমৃদ্ধি ঘটাবে।

সামাজিক ইমপ্যাক্ট

- এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রীয়া বৃদ্ধি পাবে।
- মানুষ ভ্রমণ করতে উৎসাহিত হবে, পর্যটন এর প্রসার ঘটাবে।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে মানুষের মধ্যে কমিউনিটি মালিকানা পদ্ধতির প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৭৯৪.৪	২,০০০,০০০.০০/কাঠা	১৫,৮৮,৮০,০০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	৫৭১৯৬৮	৬০.০০/ব:ফু:	৩,৪৩,১৮,০৮০.০০
৩.	বাগান,ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা	৭৯৪.৪	১৫০০.০০/কাঠা	১,১৯১,৬০০.০০
				মোট :	১৬,২৪,৩০,৯৬৮০.০০

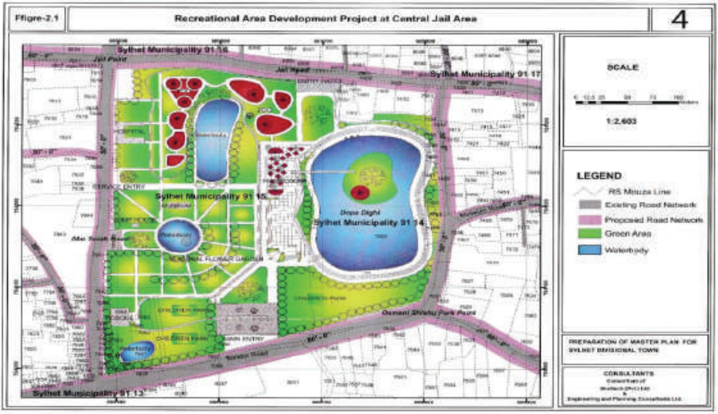

মানচিত্র-১.৩: সেন্ট্রাল জেলখানার খালি জায়গায় বিনোদন পার্ক নির্মাণ

ঘ। জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশনের পাশে পানি নির্ভর বিনোদন কেন্দ্র এর অবস্থান সাদিপুর মৌজার দ্বিতীয় অংশে যেখানে সরকারী খাস জমি রয়েছে। প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

বিনোদন প্রত্যাশীদের সুবিধার জন্য সমগ্র এলাকাকে নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে সাজানো হবে। চমৎকার বুলেভার্ড তৈরীর জন্য বিভিন্ন স্কেলের বৃক্ষরাজি ব্যবহার করা হবে, স্থানে স্থানে মডিউল আকারে দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মান করা হবে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকনের জন্য উঁচু বসার আসন থাকবে। চিত্র-১.৪ তে নুমনা নক্সা দেয়া হলো।

প্রকল্পের প্রভাব বলয়

সিলেট শহরে চিত্তবিনোদনের ব্যাপক অভাব রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শহর যতই সম্প্রসারিত হবে এই অভাব ততই বেশি অনুভূত হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সিটি কর্পোরেশন এলাকা ছাড়াও পাশের এলাকা যেমন ধোপাদীঘির পাড়, নাইওরপুল, বন্দর ইত্যাদি এলাকার মানুষও এই বিনোদন সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

সর্বমোট ভূমি	: ২৫.৫০ একর
অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ	: ৯.২৮ একর
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সম্পদের উৎস	: সরকার

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ঘনবসতিপূর্ণ নগর এলাকায় দৃষ্টিনন্দন নৈসর্গিক উন্মুক্ত স্থান তৈরী করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	নাই	নাই	নাই
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	১২৬২৭৩৬	৬০.০০	৭,৫৭,৬৪,১৬০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা	১৭৫৩.৮০	১৫০০.০০	২৬,৩০.৭০০.০০
				মোট :	৭৮,৩,৯৪,৮৬০.০০

ভূমি : ২৯.২৩ একর বা ১১.৮৩ হেক্টর

বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ : সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পদের উৎস : সরকার/দাতা সংস্থা

বাস্তবায়নকাল : ২০১০-২০১৫

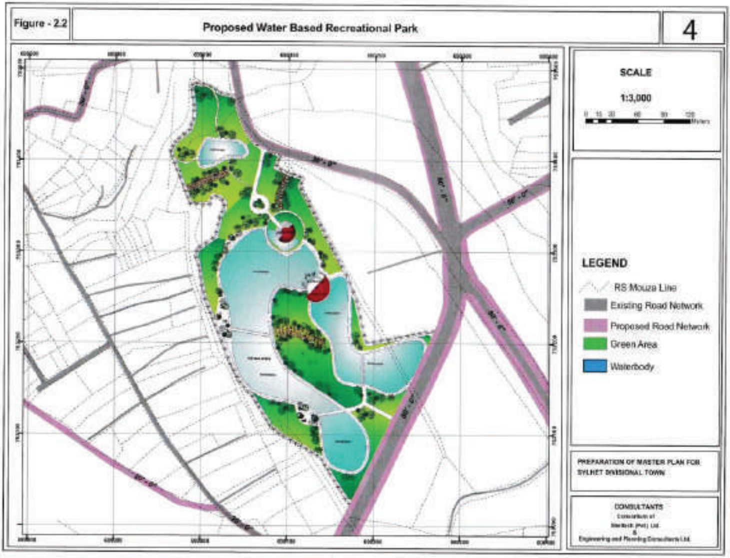

মানচিত্র-১.৪: জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশনের পাশে পানি নির্ভর বিনোদন কেন্দ্র।

ঙ। সুরমা নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প

এটি একটি বিনোদনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পের অবস্থান বাগবাড়ী মৌজার মজুমদার পাড়ায়। স্থানটি সিটি কর্পোরেশন এলাকার অভ্যন্তরে। মোট জমি ২৫.২৩ একর। এখানে ব্যস্ত মানুষের অবসর বিনোদনের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি শোভিত দৃষ্টিনন্দন বাগান তৈরী করা হবে। এখানে উঁচু স্থানে বসার ব্যবস্থা থাকবে যাতে নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়। রাত্রিতে পরিকল্পিত আলোক সজ্জা দ্বারা স্বপ্নলোকের আবহ তৈরী করা হবে। বিস্তারিত চিত্র-১.৫ এ দেখানো হয়েছে। এটি একটি নমুমনা নক্সা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- নদী তীরের নৈসর্গিক পরিবেশ দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মাণ করে শহরের মানুষের জন্য বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ফিজিবল হবে, কারণ এটি একটি স্বল্প বাজাটের প্রকল্প। অধিকন্তু সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে এর প্রয়োজন ব্যাপক। এর কারিগরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোন সমস্যা নেই, শুধু ভূমি হস্তান্তর ছাড়া।

ইমপ্যাক্ট যাচাই

অর্থনৈতিক ইমপ্যাক্ট

- কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করবে।
- আশে পাশের ভূমির মূল্য বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাবে।
- সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় কমিউনিটির সমৃদ্ধি ঘটাবে।

সামাজিক ইমপ্যাক্ট

- সমাবেশ ও মেলামেশার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রীয়া বৃদ্ধি পাবে।
- মানুষের ভ্রমণ করতে উৎসাহিত হবে, পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে মানুষের মধ্যে কমিউনিটি মালিকানা পদ্ধতির প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

পরিবেশগত ইমপ্যাক্ট

- নদী তীরে অবৈধ কর্মকান্ড রোধ করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ সচল রাখবে।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	১৫১৩.৮	২০০০০০.০০	৩০,২৭,৬০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	১০৮৯৯৩৬	৬০.০০	৬,৫৩,৯৬,১৬০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা :	১৫১৩.৮	১৫০০.০০	২২,৭০,৭০০.০০
				মোট :	৩৭,০৪,২৬,৮৬০.০০

ভূমি : ২৫.২৩ একর বা ১১.৭৯ হেক্টর

বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ : সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পদের উৎস : সরকার।

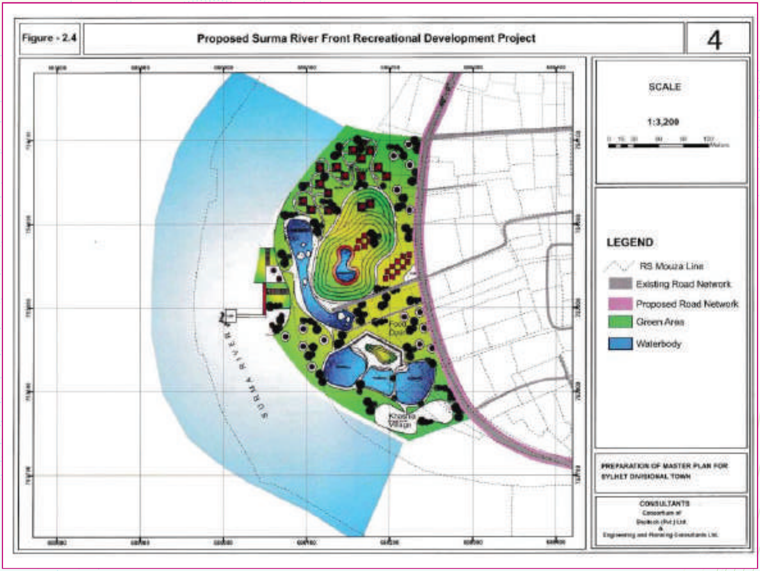

মানচিত্র-১.৫: সুরমা নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প

চ। সুরমা আবাসিক এলাকার পাশে লেক উন্নয়ন প্রকল্প

বাগবাড়ী মৌজায় ধোপা খাল বরাবর ২০.২৭ একর ভূমির এই লেক নির্মাণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এটি মূলত লেক ও পার্ক ভিত্তিক বিনোদন প্রকল্প। লেক ছাড়াও এখানে ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করার জন্য সুসজ্জিত বাগান এবং বসার সুব্যবস্থা থাকবে। চিত্র-১.৬ এ একটি নমুনা নক্সা দেয়া হলো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- লেক নির্ভর নৈসর্গিক পরিবেশে দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মাণ করে শহরের মানুষের জন্য বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	১২১৬.২	২০০০০০.০০	২৪৩,২৪০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	৮৭৫৬৬৪	৬০.০০	৫২,৫৩৯,৮৪০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা :	১২১৬.২	১৫০০.০০	১,৮২৪,৩০০.০০
				মোট :	২৯৭,৬০৪,১৪০.০০

ভূমি	:	২০.২৭ একর বা ৯.৪৭ হেক্টর
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	:	সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সম্পদের উৎস	:	সরকার/দাতা সংস্থা

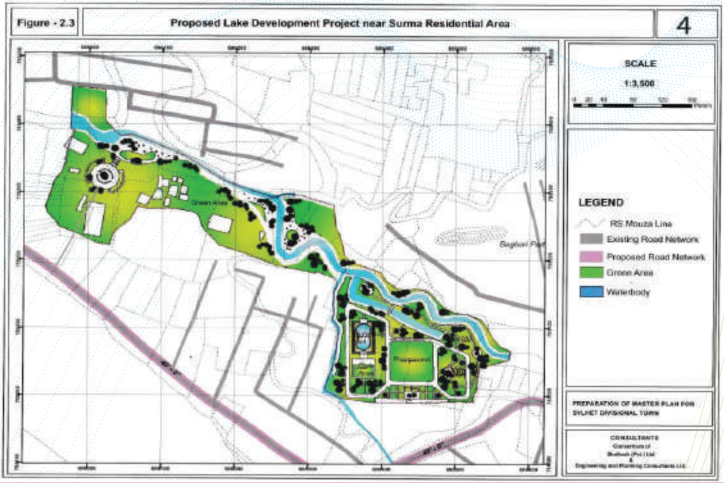

মানচিত্র-১.৬: সুরমা আবাসিক এলাকার পাশে লেক উন্নয়ন প্রকল্প

ছ। সিভিক সেন্টার নির্মাণ (আংশিক)

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান অনুযায়ী টুলটিকর ইউনিয়নের দেবপুর মৌজায় একটি সিভিক সেন্টার নির্মিত হবে। প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। বর্তমান প্রকল্পের অধীনে শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ করা হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রাত্যহিক জীবনে সামাজিক মিথস্ক্রীয়ার সুযোগ সৃষ্টি, নাগরিক জীবনযাত্রা সহজতর করা।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সুবিধা হবে, ফলে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক মিথস্ক্রীয়ার সুযোগ বাড়বে।
- প্রভাববলয়ে বসবাসকারীরা সহজে বাজার ও প্রাত্যহিক কেনাকাটার সুবিধা পাবেন।
- স্থানীয় ব্যবসার প্রসার ঘটবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৮৫৫০	২০০০০০.০০	১৭১০,০০০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	৬১৫৬০০০	৫০.০০	৩০৭,৮০০,০০০.০০
				মোট :	২০১৭,৮০০,০০০.০০

ভূমি : ১৪২.৫০ একর বা ৫৭.৬৯ হেক্টর

বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ : সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পদের উৎস : সরকার/দাতা সংস্থা

সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা
(২০১০-২০৩০)

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের তথ্যকণিকা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সিলেট সিটি কর্পোরেশন (পুরাতন ভবন), ৫ম তলা, তোপখানা, সিলেট-৩১০০

www.udd.sylhet.gov.bd, www.udd.gov.bd

ই-মেইল : uddsylhet@yahoo.com, sps@udd.gov.bd

দুরালপন : +৮৮-০২৯৯-৬৬৩৬৬-৩৩
+৮৮-০২৪১১-০০২৫১

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
www.udd.sylhet.gov.bd, www.udd.gov.bd
ই-মেইল : uddsylhet@yahoo.com, sps@udd.gov.bd
দুরালপন : +৮৮-০২৯৯-৬৬৩৬৬-৩৩
+৮৮-০২৪১১-০০২৫১